রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা

(রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ অনুসারে)

১ . সয়াবিন তেল, পাম অয়েল।

(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (যথাঃ ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, লুব্রিক্যান্ট অয়েল, বিটুমিন, কনডেনসেট, এমটিটি ও এমএস) ব্যতিরেকে সকল পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য। তবে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক তাদের হিসাবের পেট্রোলিয়াম ও এলএনজি রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

(খ) রপ্তানি নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্য ব্যতীত ব্যক্তিগত মালামালের অতিরিক্ত হিসেবে বাংলাদেশে তৈরী ২০০ (দুই শত) মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য কোন যাত্রী বিদেশে যাওয়ার সময় একোম্প্যানিড ব্যাগেজে সংগে নিতে পারবেন। এরূপে বিদেশে নেয়া পণ্যের বিপরীতে শুল্ক কর প্রত্যর্পণ/ সমন্বয়, ভর্তুকি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে না।

২ . পাটবীজ ও শনবীজ।

৩ . গম।

৪ . চাল (সরকার হতে সরকার পর্যায়ে চাল এবং সুগন্ধি চাল ব্যতীত)।

৫ . ২০১২ সালের বণ্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ২৯ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি-

(ক) বহির্গমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোন পথে;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইটিস (CITES)সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং

(গ) লাইসেন্স ব্যতীত-

কোন বণ্যপ্রাণী বা তার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা তার অংশ বা তা হতে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি বা পুনঃ রপ্তানি করতে পারবেন না।

৬ . আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

৭ . তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

৮ . পুরাতাত্ত্বিক দুর্লভ বস্তু।

৯ . মনুষ্যকঙ্কাল, রক্তের প্লাজমা অথবা মনুষ্য অথবা মনুষ্য রক্ত দ্বারা উৎপাদিত অন্য কোন সামগ্রী।

১০ . সকল প্রকার ডাল (প্রক্রিয়াজাত ডাল ব্যতীত)।

১১ . চিল্ড, হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত অন্যান্য চিংড়ি।

১২ . পেঁয়াজ, রসুন ও আদা।

১৩ . হরিণা ও চাকাসহ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতির PUD, Cooked চিংড়ি ছাড়া 71/90 Count বা তার চেয়ে ছোট আকারের সামুদ্রিক চিংড়ি।

১৪ . বেত, কাঠ ও কাঠের গুড়ি/স্থূল কাষ্ঠ খন্ড (এই সব দ্বারা প্রস্তুতকৃত হস্তশিল্প সামগ্রী ব্যতীত)। তবে বনশিল্প কর্পোরেশন এর রাবার কাঠ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত ফার্নিচার শিল্পের উপাদান হিসেবে রপ্তানি করা যাবে যা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত ফার্ণিচার শিল্পসমূহকে বর্ণিত কাঠ দিয়ে প্রস্তুতকৃত ফার্ণিচার রপ্তানির হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

১৫ . সকল প্রজাতির ব্যাঙ (জীবিত অথবা মৃত) ও ব্যাঙের পা।

১৬ . কাঁচা, ওয়েট-ব্লু চামড়া।